



সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

ছাদের জন্য

লোহার কড়ি

বরণা, এন্ডেল, করগেট, বলট ইত্যাদি উচিত মূল্যে বিক্রয় করি।

সব্বর দরের জন্য পত্র লিখুন।

নিরঞ্জন এণ্ড কোং লিঃ

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :-

শ্রীমহিমারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

২নং দর্শনাচাঁটা ষ্ট্রীট

কলিকাতা।

সংবাদ পত্রের নৈসর্গিক ইতিহাস... (Vertical text on the left side of the masthead)

৭৫শ বর্ষ { রথুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ৭৫শ মাঘ বুধবার ১৩৪৫ ইংরাজী 8th February 1939 } ৩৫শ সংখ্যা

এই জনগণ জ্ঞাপরণকালে স্থা-পুস্তকের মহাবন্ধু হিলিংবাম



সেবনে মেহরোগ চির আরোগ্য ও নবযৌবন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে। ১ মাসের পরিচয় পাইবেন, সপ্তাহে আরোগ্য হইবেন। ৪৪ বৎসর ধরিয়া রোগী ও চিকিৎসক উভয় মলের নিত্য ব্যবহার্য। আই-এম-এস, এম-ডি-এফ-আর-সি-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, এল-আর-সি-এস প্রভৃতি উপাধিধারী ডাক্তারগণ কর্তৃক অতি উচ্চ প্রশংসিত ও পৃষ্ঠপোষিত। প্রশংসাকারী দুই একজন ডাক্তারের নাম দেখুন :-



স্বর্ণঘটিত মালসা—স্নায়বিক দৌর্বল্যের মহৌষধ। পারদ গুরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ। আঙ্গকাল স্নায়বিক দৌর্বল্যে অল্পবিশ্বর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর এখন ক্রমশঃ আসিতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাণ্ডো সেবন করিতে বলি। পারা, গুরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, মেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাচড়া, দার, অর্শ, কাউর, বাত, আমবাত, সর্দি, কাশ সহস্রই স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়।

বাঙলার ও বাঙালীর বিজয় প্রতিষ্ঠান হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড নূতন বীমা (১৯৩৭-৩৮) ৩ কোটি টাকার উপর -বোনাস- প্রতি বৎসর মেয়াদী বীমায় ১৮% প্রতি হাত্মারে আজীবন বীমায় ১৫%



যথাসম্ভব সুলভে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও অকৃত্রিম আয়ুর্বেদীয় ওষধ প্রাপ্তির ও চিকিৎসার বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠান। (স্থাপিত—সন ১৩০৪ সাল) ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন। প্রতিষ্ঠাতা ও চিকিৎসক— কবিরাজ শ্রীবোহিণীকুমাৰ রায় বি-এ, কবিরত্ন রথুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ।



পঞ্চমভ্যাং দেবেভ্যাং নামঃ ।



জঙ্গিপুত্র সংবাদ ।

২৫শে মাস বুধবার সন ১৩৪৫ সাল

জঙ্গিপুত্র কৃষি-শিল্প প্রদর্শনী

পূর্বে উপস্থাপিত বৎসর উক্ত প্রদর্শনীর আধিবেশন হইয়াছিল। দেশের অবস্থা বিপর্ন্যে কয়েক বৎসর উহার আধিবেশন রুদ্ধ ছিল। বর্তমান বৎসরে প্রদর্শনীর চতুর্থ বার্ষিক আধিবেশন সুসম্পন্ন হইল। গত ৫ই ফেব্রুয়ারী শনিবারের জনপ্রিয় অযোগ্য ম্যাজিস্ট্রেট রায় জে, পি, রায় বাহাদুর, এম-এ, মহোদয়ের প্রদর্শনীর হার উদ্ঘাটন করিয়াছেন। ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুর প্রদর্শনী ক্ষেত্রে আগমন করা মাত্র প্রদর্শনীর ছায়দেশে স্থানীয় রাজপুরুষগণ ও স্থানীয় গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কতক অত্যর্থাৎ হন।

প্রথমে একটা উদ্বোধন সঙ্গীত হয়, তৎপরে প্রদর্শনী সামগ্রীর সভাপতি শ্রীযুক্ত বিজয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহার আভাষণ পাঠ করেন। ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুর তাহার বক্তৃতায় এইরূপ প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন এবং মহাকুমার কৃষিজীবনগণকে ভূমির উৎকর্ষ অল্পস্বল্পে ধান, বাদাম, কাশান প্রভৃতি আয়কর ফসলের চাষ করিবার পরামর্শ দেন। তিনি প্রত্যেক গৃহস্থকেই গবাদি পশুর খাদ্যের জন্য কতক কতক জমিতে নোপায়ার ধান, জোয়ার, কলস প্রভৃতির চাষ করিতে বলেন। উপযুক্ত খাদ্য না পাইলে গবাদি পশু দিন দিন দুর্বল হইয়া পড়িলে তখন চাষ আবাদে বিপ্লব স্রষ্ট হইবে।

চাক্ষুরী কটন মিলের শ্রীযুক্ত সারদাচরণ চক্রবর্তী মহাশয় কাপাস চাষ ও তুলা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন এবং জঙ্গিপুত্র মহাকুমার চাষাঙ্গকে কাপাস চাষ কারতে উপদেশ দেন। ইহা যে একটা আয়কর ফসল তাহা তিনি হিঙ্গাব দেখাইয়া বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন। বাংলার মিল সমূহে তুলায় খুব চাহিদা আছে। তুলা ভাল হইলে উচ্চ দরে বিক্রয় হইবে এ কথাও বলেন।

লাইভটক অফিসার গোপালন ও মুরগী পালন সম্বন্ধে কতকগুলি উন্নত ধরণের নিয়ম অল্পস্বল্পে কার্য্য করিতে উপদেশ দেন।

তিনি বলেন এই মহাকুমার স্থতি ও সমসেরগঞ্জ থানার অনেক গ্রাম হইতে বহু ডিম প্রত্যহ বোখাই, করাচী, কালকাতা প্রভৃতি সহরে চাপান হইতেছে। নূতন নিয়মে কার্য্য করিলে মুরগী প্রত্যেক নামে আধক সংখ্যক ডিম দিবে এবং তাহা হইলে লোকে আধক লাভবান হইবে সন্দেহ নাই।

এগ্রিকালচার অফিসার মহোদয় 'দুধসর' 'ভাসামানিক' 'চার্গক' প্রভৃতি ধান, বাদাম, আক, জোয়ার ইত্যাদি জিনিষের চাষ সম্বন্ধে বিশেষভাবে বক্তৃতা দেন। ডেটিনারী ইন্সপেক্টর শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার বসু মহাশয় গোপালন গো-দুগ্ধের উপকারিতা ও বর্তমান সময়ে গো-দেবার ক্রটি উল্লেখ করিয়া একটা হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। গো-জাতীয় উন্নতি না হইলে জাতির উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই ইহা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন।

স্থানীয় মুলক শ্রীযুক্ত জনার্দিনপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, উকীল মৌলভী আমজাদ আলি, মৌলভী আবুল হোসেন, নিম্ন-তিনতার রায় জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর, কোটাল-পুত্রের মৌলভী মর্জুজা রেজা চৌধুরী এম-এ-এ প্রভৃতি বক্তাগণ কৃষি ও গবাদি পশুর উন্নতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলেন। প্রদর্শনী ক্ষেত্রে গুমানী ও বগন্তের প্রসিদ্ধ কবিগান ও পালক্যপ হইয়াছিল।

প্রদর্শনীর উদ্যোক্তা জঙ্গিপুত্রের মহাকুমা ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত হুম্মীকুমার সান্যাল মহাশয়কে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

কাশিমবাজারে কাপড়ের কল

কাশিমবাজার রেল স্টেশনের পূর্বদিকে বিস্তীর্ণ স্থানে কাশিমবাজারের দানশীল মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের নামে একটা কাপড়ের কল খোলা হইবে তাহার জন্য গৃহ নিৰ্মাণ কাৰ্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

পারিতোষিক বিতরণ

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী সোমবার প্রাতে ৮-৩০ ঘটিকার সময় মার্শালবাদের অযোগ্য জনপ্রিয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রায় জে, পি, রায় বাহাদুর এম-এ, মহোদয়ের সভাপতিত্বে রঘুনাথগঞ্জ এম, ই, স্কুলের পারিতোষিক বিতরণ কাৰ্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। সভার জঙ্গিপুত্রের সাবভাষক শ্রীযুক্ত আফসার শ্রীযুক্ত স্বামীকুমার সান্যাল, পুলিশ ইন্সপেক্টর শ্রীযুক্ত গোপাল দত্ত, জেলা বোর্ডের ডাইন-চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ রায় এবং সহরের বহু ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। জঙ্গিপুত্র মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও উকীল শ্রীযুক্ত বিজয় চট্টোপাধ্যায় ও সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা প্রক্ষে ছাত্রগণকে নানা প্রকার উপদেশ দেন এবং কামতর সভাগণ ও শিক্ষকগণকে কয়েকটা আবশ্যিক বিষয়ের নির্দেশ দেন। বালকগণের আবৃত্তি, বক্তৃতা ও গান সুন্দর হইয়াছিল।

আয়কর বিভাগের নূতন উপায়

আয়কর বিভাগের নূতন উপায়ে আরও অধিক কর আদায় করিবার ব্যবস্থা করিবেন স্থির করিয়াছেন। বাহারা আয়কর ফাঁক দেয় তাহাদিগকে কর দিতে বাধ্য করিবার জন্য হংকংয়ের ন্যায় এক বিশেষ তদন্ত বিভাগ গঠনের জন্য যে প্রস্তাব হইয়াছে, তাহা ভারত গভর্নমেন্ট অধুমোনে কার্য্য হইবে। বাহাদের উপর কম আয়কর ধরা হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হইবে, তাহাদের হাঙ্গা এবং বিভাগ পরীক্ষা করবে। এই বিভাগের প্রধান কাৰ্য্য হইবে গভর্নমেন্টের আয় বাড়ান। উক্ত প্রস্তাব অল্পস্বল্পে বোখাই প্রদেশে কাৰ্য্য আরম্ভ হইয়াছে। তথায় আয়কর কমিশনারের সম-মর্ধ্যাদাপ্রাপ্ত একজন বিশেষ কমচারী ও তাহার অধীন কয়েকজন কমচারী নিযুক্ত হইয়াছেন। বোখাইয়ের পক্ষাফল হইলে ভারতের প্রধান প্রধান কেন্দ্রে একরূপ আয়করের বিশেষ বিভাগ রাখা হইবে।

রেল দুর্ঘটনা

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলে ভ্রমণ ক্রমেই শঙ্কাপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। গত এক বৎসরের মধ্যে কয়েকটা গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। এখন কি পুনরায় প্রাচীন কালের ন্যায় একদেশ হইতে অপর দেশে যাইবার কালে জন্মন রোলের মধ্যে শেষ বাবায় লইয়া রেল উঠিতে হইবে? রেল গমনকালে জাবন বামা কারমা ভ্রমণ আরম্ভ করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এদেশে লোকপ্ৰাণত্যাগ ও ব্যবস্থা এখনও হয় নাই।

ত্রিবেণী স্নান

গত ২৫শে জাম্বুয়ারী বুধবার প্রয়াগে ত্রিবেণী স্নানে স্নানের শেষ তারিখ ছিল। এজন্য এদিন প্রায় ৩ লক্ষ যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল।

কুমারীর আত্মহত্যা

গত ২১শে জাম্বুয়ারী শনিবার বরানগর নিবাসী কুমারী ভক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বেলা ৩টার সময় বৃন্দ বাটীর স্কুলে

নির্ধিত ছিল তখন নিজ কাপড়ে আগুন লাগাইয়া নিকটবর্তী এক কুণের মধ্যে কাঁপ দিয়া পড়ে, এই সংবাদ শুনে সন্ধ্যে পাড়ার সকল লোকের নিঃশব্দ পৌছিলে অল্প সময় মধ্যে কুণের নিকট জনতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে কিন্তু দুঃখের বিষয় কে কুণের মধ্যে নামিয়া বালিকাকে উদ্ধার করিতে সাহসী হয় না। এই সময়ে জলধর সরকার নামে এক সাহসী বালক জনতা দেখিয়া কারণ বুঝিতে পারিয়া নিজ জীবন বিপন্ন করিয়া কুণের মধ্যে কাঁপ দিয়া পড়িয়া বালিকাকে উদ্ধার করে এবং বরানগর পল্লীশ্রী-সমিতির শ্রীমুখীকুমার খোষের সাহায্যে নিকটবর্তী কাশীপুর হাসপাতালে পাঠাইয়া দেয়। তথায় পরদিন ২টার সময় কুমারীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালীন অবস্থানবন্দোতে সে বলে যে, তাহার মৃত্যুর জন্য কেহ দায়ী নয়, সে যেচ্ছায় আত্মহত্যা করিয়াছে। তাহার মৃত্যুর কারণ এখনও জানা যায় নাই, এমনি জলধর সরকার ব্যায়াম সমিতির কুনেক সভ্য।

কন্যাপণ নিবারণ আইন

সিদ্ধুর ব্যবস্থা পরিষদ কন্যাপণ দূর করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। এই জন্য উক্ত ব্যবস্থা পরিষদে একটা বিল আনাত হইয়াছে। সিদ্ধুদেশে বালিকার সংখ্যা অত্যন্ত কম তথাপি অস্বাভাবিকরূপে তথায় কন্যাপণ কেন হিতে হয়? বাঙ্গালা দেশেও এই ব্যবস্থা। এ দেশেও পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা কম, তথাপি বাংলা দেশে কন্যাপণ প্রথা চলিতেছে। পণপ্রথা দূর করিবার জন্য এদেশে বহু সভা হইয়াছে। অনেক সভায় বহু যুবক পণ লইয়া বিবাহ করিবনা বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে, তথাপি বাংলা দেশ হইতে পণপ্রথা দূর হয় নাই। পণপ্রথার জন্য বহু অবিবাহিতা নারী আত্মবিসর্জন দিয়া পরিবারকে অর্থহীন করিয়া হইতে মুক্ত করিয়াছে। বাঙ্গালীগণ আজও বুঝতে পারিতেছে না, যে এইভাবে নিজেদের ধ্বংস হইবার পথ তাহারা নিজেদেরই তৈয়ারি করিতেছে। একে নারীর সংখ্যা কম হওয়ার কয়েক লক্ষ বাঙ্গালী অবিবাহিত থাকিতে বাধ্য হইবে বলিয়া ক্রমেই বাঙ্গালার সংখ্যা কমিয়া যাইবে, তাহার উপর এরূপ অস্বাভাবিক সামাজিক চাপে যার নারীগণ আত্মহত্যা করিয়া সমাজের কল হইতে মুক্ত লাভের চেষ্টা করে তবে বাঙ্গালী দ্রুত ধ্বংসের পথে যাইবে। বাঙ্গালী দেশের এইরূপ কন্যাপণ প্রথা বন্ধ করিবার জন্য আইন গঠন প্রয়োজন। আজ পর্যন্ত এখন বাঙ্গালার বিবেক জাগ্রত হইল না তখন আইন গঠন ব্যতীত গভ্যস্তর নাই।

"সম্মাননী"

যুগান্ত অবস্থায় জীবন্ত দম্প


যুক্তপ্রদেশ-বাস হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন,— ভিন্দ হইতে একটি বিবাহিতা যুবতার শোচনীয় মৃত্যু-সংবাদ আসিয়াছে। প্রকাশ্যে, যুবতী রাতে তাহার স্বামীর সাহিত খাটে নিদ্রা যাইতেছিল। এই সময় একটি ইঁহু একটা মাটির প্রদাপ হইতে জলন্ত পলিতা টানিয়া লয় এবং উহা খাটের উপর কোলিয়া চালিয়া যায়। কলে, বিছানায় আঙন ধরিয়া যায় এবং দম্পত্যযুগল অস্বাভাবিক পান্থেত্তি হইয়া পড়ে। ক্রমে পমত্ত ঘরে আগুন ছড়াইয়া পড়ে। তাহার সাহায্যের জন্য আত্মনাদ করিতে থাকে, কিন্তু সেই সময় স্ত্রী হইতে থাকায় বহুকণ ধরিয়া কেহই তাহাদের আত্মনাদ শ্রুতিতে পায় না। অবশেষে অন্যান্য লোক তাহাদিগকে সাহায্য করিতে আসিয়া যুবতীটী ঠাণ্ড হইয়াছে দেখতে পায়। যুবতার স্বামাকে মতি করে রক্ষা করা হয়। তাহার অবস্থা, সন্তোষপূর্ণ।

ভ্রম সংশোধন

গত ১৮ই মাস তারিখের 'জঙ্গিপুত্র সংবাদে' নীলামের বিজ্ঞাপনে ১০৫৮ খাজনা জুরী ও ১০৫০ খাজনা জুরী বিতীয় কোর্ট কলনে ছাপা হইয়াছে। উক্ত নম্বর দুইটা প্রথম কোর্ট হইবে। সম্পাদক জং স্য।

তারার বালী

আমাদের বিশেষত্ব



আমাদের এই তারা বালী আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুযায়ী মোসিনে এবং সেই শক্তিবান বালী বিশেষত্ব গ্রীষ্মকৃষ্টি পি.বসু মহাশয়ের চাক্ষুস ও সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধানতায় প্রস্তুত। ইহারই একমাত্র বিজ্ঞকর্ম দক্ষতায় একদিন এটিয়া মহাদেশের সুপ্রসিদ্ধ বিস্কুট ও বালী প্রস্তুতকারক স্নানামধন্য স্বর্ণীয়(গ্রীষ্মকৃষ্টি) কে.সি.বসু মহাশয় বিস্কুট ও বালী প্রচলন করিয়া জগতে আদর্শ স্থানীয় হইয়া ছিলেন। এই ব্যবসায় ইহার অভিজ্ঞতা ১৬ বৎসরেরও অধিক কালের। ইহা হস্ত পৃষ্ঠ নহে।

টিপিবসু এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড
তারার ভিত্তিতে প্রস্তুত
পোঃ বাগবাজার কলিকাতা

বেঙ্গল হোমিওপ্যাথিক কোম্পানী লিমিটেড

এখানে মহাত্মা আনন্দ ঋষির আয়ুর্বেদিক হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুত হইয়াছে। ডাক্তার বি. রায়কে পত্র লিখিয়া রাখুন।



সার্কারী জগতে যুগান্তর।
ডাক্তার আনন্দ ঋষির আবিষ্কৃত একমাত্র অস্পেশীয়াল ইহা ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী বাগী, ফোড়া, কাঁকাবিড়ালী, ঠুনুকা, মুখের ত্রণ, পৃষ্ঠ ত্রণ, উরুগুস্ত, শীতলী কণ্ঠস্থ প্রভৃৎ যন্ত্রণা-প্রদ ব্যয় বহুল রোগ হইতে বিনা অস্ত্রে ও বিনা জালা বস্ত্রণায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আরোগ্য হয়।
মূল্য বড় শিশি ১০, ছোট শিশি ৫।

ভাইট্যালী - { ভাইট্যাল পাওয়ার বা জীবনীশক্তি বর্ধক।

ডাক্তার আনন্দ ঋষি মনুষ্য মানুষ বাঁচাইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি আর ইহ-জগতে নাগ। তিনি জগতের হিতার্থে ভাইট্যালী আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। মনব জীবনের প্রধান উপাদান ভাইট্যাল পাওয়ার বা জীবনীশক্তি; উহার হ্রাস, বৃদ্ধিতে সমস্ত রোগ হয়। উৎকর্ষিত রাশিতে পারিলেই মাহুষ দারিদ্র্য ও নীরোগ হইতে পারেন। যাহারা মেহ, প্রমেহ, ধাতু-দৌর্বল্য, স্নায়বিক দুর্বলতা, স্বপ্নহ্রাস, ডায়েবেটিস, ডিসপেপসিয়া, অম্ব, অজীর্ণ, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, বাধক, অরুণশাক্তর হ্রাস, বাত ও গর্শ প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে মৃতপ্রায় হইয়াছেন, তাহাদের পক্ষে ভাইট্যালী পরম বন্ধু। ইহা ভাইট্যাল পাওয়ার (জীবনীশক্তি) বৃদ্ধি করিয়া শীঘ্রই নীরোগ করে। যাহারা মানবিক ওষধ খাইয়াও কোন ফল পান নাই তাহারা একবার মাত্র এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখুন।

প্রায় এক মাসের ঔষধ এক শিশির মূল্য বার আনা মাত্র। ডাক মাগল সমেত ১ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান ডাঃ বিরাট এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড
ছোটপূর, পোস্ট গার্ডেন রীট, কলিকাতা

হোমিও ঔষধ! **হোমিও ঔষধ!!**
সস্তায় বিশুদ্ধ—বিশুদ্ধতার জন্য গ্যারান্টি।
সাধারণ শক্তি (potency) ৩, ৬, ৩০, ৬০, ১০০ প্রতি ড্রাম ১/২ মাত্র।
উৎকর্ষিত স্নায়ু, মোবাইল, কক, শিশি ইত্যাদি বিক্রয় হয়। প্রতি টাকায় ১০ কামিশন বাদ।
প্রাপ্তিস্থান—অটলবিহারী-শাখা-ঔষধালয়।
ডাক্তার শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র দাস (হোমিওপ্যাথ) রঘুনাথগঞ্জ, চাউলপাট, (মুর্শিদাবাদ)
বহুশাখার পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীমিনয় কুম্যার পণ্ডিত চক্কর মল্লারথেক, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আপনাদের—
স্বাস্থ্য ক্ষা সমাধান
সমাধান করবে

সুরবলী কষায়।

রক্ত পরিকারক পুষ্টিকর সালসা।
শরীরের নকশা উদ্ধার করে।
রক্তদেব জনিত রোগের পক্ষে এর চেয়ে
ভাল ওষুধ আর নেই।
— সুরবলী কষায় —
প্রকৃত আয়ুর্বেদীয় সালসা।
বিশ্বস্ত ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

ম্যালেরিয়ার—
অস্ত্রাচার।
ভয় করবার কিছুই নেই।

অমৃতাদি বাটিকা

সকল রকম হ্রস্ব ম্যালেরিয়া সারিয়ে দেয়।
(এটিও "আয়ুর্বেদ" মতে বাঁচাই
জিনিষে তৈরী।)

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড
— কলিকাতা —

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ
শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এমএ, একসিএস(লণ্ডন)
ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

ব্রাঞ্চ:—শ্রীমবাজার (মার্কেট) কলিকাতা * ২১০ বৌবাজার (কলিকাতা)
৬৭৪ ষ্ট্রীট রোড (বড়বাজার) কলিকাতা * চট্টগ্রাম * কমসেদপুর (সাক্কা হাইওয়ে)
বিহার * তিনত্রকিয়া (আসাম) * পৌরী (আসাম) * দিনঃপুত্র * গাটনা (বিহার) *
পাটুরাটুলী (ঢাকা) * বগুড়া * বর্ধমান * ভাগলপুর (বিহার) * নামিগঞ্জ * মেদিনীয়া
তেলুগু (২০০ লুইস ষ্ট্রীট) ব্রহ্মদেশ * কাহারো (পাঞ্জাব) * ফিলাপুর (ফারগানা দেশ) *
লণ্ডন এড্বেসিট—হাট-হলব্রুগ * কলম্বো (সিঙ্গাপুর)।

শ্রীমিনয় ঔষধ বিশুদ্ধভাবে ও আয়ুর্বেদশাস্ত্রমতে শামার নিম্ন তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত
হইবেছে। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে কামটালপাঠান হয়। বিস্তারিত অবস্থা জানাইলে
স্বল্পমূল্যে পত্র লিখিয়া পাঠান।

স্বকরধ্বজ (বিশুদ্ধ ও স্বপৃষ্টিত) তোলা ৫ * বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ দেয় ৩
শুক্লেন্দ্রাবন দেয় ১৬ * অবলাবাকব যোগ ১৬ মাত্র ২

